অতঃপর তাহারা কি করিবেন দেখিবার বিষয় বৈকি

স্থপতি মোঃ আরিফুর রহমান ভুঁইয়া

'এক ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ বাতিলের দাবিতে বুয়েটে লঙ্কাকাণ্ড' দৈনিক সংবাদ ২৭শে এপ্রিল। 'দুই রাত তাণ্ডবের পর বুয়েট বন্ধ ঘোষণা' দৈনিক সংবাদ ২৯শে এপ্রিল। 'কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বুয়েট বন্ধ' অনুরূপ শিরোনাম সংবাদপত্রে প্রায়শই চোখে পড়ে। বিগত দুই বছর ধরিয়া স্থাপত্য অনুষদে চলিতেছে বুয়েট কর্তৃপক্ষের একগুঁয়েমির বিরুদ্ধে সরব এবং নীরব প্রতিবাদ।

কেন এমনটি হইতেছে? কি ঘটিতেছে বুয়েট নামক দেশের সেরা বিদ্যা প্রতিষ্ঠানটিতে? নানা অজুহাতে বারবার কেন বুয়েট বন্ধ হইতেছে? দেশের তারকা ছাত্রদের শিক্ষাজীবন কেন বারবার এমন করিয়া ব্যাহত হইতেছে?

গত কিছুদিন যাবৎ পত্রিকার পাতায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল খবর প্রকাশিত হইতেছে তাহা সচেতন পাঠক সমাজ তথা দেশবাসীকে যে ভীষণভাবে আন্দোলিত করিতেছে সন্দেহ নাই। পরীক্ষায় প্রক্সি দেওয়া অবশ্যই কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হোক না তাহা ক্লাস টেস্ট, পরীক্ষা তো; কারণ ইহার নম্বর ফাইনাল পরীক্ষায় যোগ হয়। অথচ এহেন গুরুতর অপরাধের পক্ষাবলম্বন করিয়া বুয়েটের কতিপয় ছাত্র যাহা করিয়াছে তাহা রীতিমত ভয়ঙ্কর এবং জাতির জন্য কলঙ্কজনক। যদিও ইহা সত্যি যে এই উচ্ছৃংখলতায় সকল ছাত্র সম্পৃক্ত নহে তথাপিও ইহার দায় দায়িত্ব কিন্তু সকল ছাত্রের উপরেই বর্তায় কেননা ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত ছাত্র সংসদ সরাসরি ইহাতে মদদ দিয়াছে।

ছাত্র সমাজের এই নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য শুধুমাত্র ছাত্ররাই কি দায়ী? মনে হয় ইহা গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

গত ৩রা মে দৈনিক 'সংবাদ'-এর অতিথি কলামে জনাব মমতাজ লতিফের 'বুয়েটের ছাত্ররা, জাতির কাছে ক্ষমা চাও' শীর্ষক প্রবন্ধে একরূপভাবে ছাত্রদেরকেই দোষারোপ করা হইয়াছে এবং তাহাদেরকে তাহাদের শিক্ষকদের কাছে অবনত মস্তকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানানো হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে লেখক তাহার পিতার (যিনি স্বাধীনতার পর পর উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন) আমলের কিছু কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন সেই আমল আর এই আমলের শিক্ষক ছাত্রের মধ্যকার সম্পর্কে কি বিস্তর ফারাক বিদ্যমান? ছাত্রদের নিকট হইতে সম্মান পাইবার ব্যাপারে আমাদের হাল আমলের সম্মানিত শিক্ষক সমাজের ভূমিকা কতখানি? তিনি কি খবর রাখেন যে ছাত্ররা এখন শিক্ষকদের নাংরা রাজনীতির শিকার? কতিপয় শিক্ষক সর্বদাই ঘোলাটে পরিস্থিতির সুযোগে বিকল্প পথে ক্ষমতার স্বর্ণশিখরে আরোহণের চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন, আর সেই ঘোলাটে পরিস্থিতি তৈরিতে ছাত্রদের ব্যবহার করেন হাতিয়ার হিসেবে। সন্দেহ নাই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের প্রথম সারির মেধাবী ছাত্রদের সমাবেশ ঘটে। তাহারা যখন দেখিতে পায় যে তাহাদের চোখের সম্মুখে শিক্ষকদের একদল অন্যদলকে হেনস্থা করিবার অপচেষ্টায় ব্যাপৃত। ছাত্র শিক্ষক সংখ্যাধিক্যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বিভাগ দুর্বল বিভাগের উপর আধিপত্য বিস্তারের ঘৃণ্য তৎপরতায় লিপ্ত (এই ক্ষেত্রে পুরকৌশল বিভাগ সবচাইতে আগাইয়া)। কিংবা যদি এমন হয় যে এক শিক্ষক তাহার নিজের মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অসুদপায় অবলম্বন করিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়া ধরা পরিবার পরেও পার পাইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে পরবর্তীকালে ছাত্রকল্যাণ পরিচালকের গুরুত্বপূর্ণ পদ পাইয়া পুরস্কৃত হয়। তাহা হইলে সেই শিক্ষক তথা শিক্ষক সমাজের দ্বারা সম্পাদিত ন্যায় বিচারে যদি ছাত্ররা আশ্বস্ত না হইয়া অন্যায় আবদারে হিংস্র হইয়া উঠে তাহা হইলে কি সেই ছাত্র সমাজকে সম্পূর্ণরূপে দোষ দেওয়া যাইবে?

উল্লেখ্য, বিগত প্রায় দুই বৎসর যাবৎ স্থাপত্য বিভাগের ছাত্ররা বিতর্কিত নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছে যেমন মৌন মিছিল, কালোব্যাজ ধারণ, প্রতিবাদ লিপি পেশ, এমনকি ক্লাস বর্জন ও আমরণ অনশনের ন্যায় আত্মঘাতী কর্মসূচি পর্যন্ত লইতে বাধ্য হইয়াছে (কতটা অসহায় হইলে এই রকম আত্মঘাতী কর্মসূচি লওয়া যায় সহজেই অনুমেয়)। অথচ স্থাপত্যের ছাত্রদের এই দাবি গোটা স্থপতি সমাজেরই দাবি (গুটি কয়েক স্থাপত্যের শিক্ষক ব্যতীত যাহাদের কাজ শুধুই প্রভাবশালীদের তোষামোদ করিয়া নিজের আখের ঝকঝকে করা)। আর সেই দাবির সমর্থনে দেশের স্থপতি সমাজের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতীক অনশন পালনের দৃশ্য ও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় আসিয়াছে। অথচ বুয়েট কর্তৃপক্ষ সেইসব দাবিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া আপন জগতে গভীর ধ্যানে মগ্ন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ভাগ্যে যদি ইহাই জোটে তাহা হইলে কে জানে পরবর্তীকালে হয়ত স্থাপত্যের সেই অসহায় ছাত্রছাত্রীরাও একদিন উচ্ছৃংখলতা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইবে। ফলে আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হইবে বুয়েট। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবন হবে ব্যবহৃত। অথচ ইহাতে কাহারা লাভবান হইতেছেন? শোনা যায় কতিপয় শিক্ষক বুয়েট বন্ধ হইলে বেশ খুশিই হন কারণ এই সময় প্রাইভেট কন্সাল্টেন্সি করিয়া বাড়তি পয়সা আয়ের অফুরন্ত সময় পাওয়া যায়। আর পক্ষান্তরে মেধাবী ছাত্রদের জীবন হইতে ঝরিয়া যায় মহামূল্যবান সময়, বাড়ে হতাশা পরিণতিতে মূল্যবোধের অবক্ষয়।

অভিযোগ পাওয়া যায় স্থাপত্য বিভাগের বিতর্কিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের আন্দোলনের সময় পুরকৌশল বিভাগের কতিপয় শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে তাহাদের ছাত্রদের মাঝে স্থাপত্য বিভাগের আন্দোলনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া পুরকৌশলের ছাত্রদেরকে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রদের উপর ক্ষ্যাপাইয়া তুলিবার অপচেষ্টা চালাইয়াছিলেন। তাহার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় স্থাপত্য বিভাগে ছাত্ররা যখন আমরণ অনশনে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে ধুঁকিতেছে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর অংশে 'র‍্যাগ ডে' উদযাপন উপলক্ষে চলিতেছে গান-বাজনা, ফুর্তি, ভোজ উৎসব। শুধু তাহাই নহে পুরকৌশলের কতিপয় ছাত্রছাত্রীকে ঘোড়ায় টানা শকটে চড়িয়া অনশনরত স্থাপত্যের ছাত্রছাত্রীদের সম্মুখ দিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রদর্শন পূর্বক চক্কর দিতেও দেখা যায়। সেইদিন সেই অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের একনজর দেখিবার জন্য, তাহাদের সাথে আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশের জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী স্থপতি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কবি সমবেত হইয়াছিলেন স্থাপত্য বিভাগের আঙ্গিনায়। সংগত কারণে আমিও ছিলাম সেই ভিড়ে। তাই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছিল পুরকৌশলের কতিপয় ছাত্রছাত্রীর সেই নোংরামি ও ধৃষ্টতা।

স্থাপত্যের ছাত্রদের গত দুই বছরের আন্দোলনে কোন উচ্ছৃংখলতা প্রদর্শন তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদের সামান্যতম ক্ষতিসাধনেরও কোন নজির কেহ স্থাপন করিতে পারিবেন না। অপরপক্ষে পুরকৌশলের ছাত্রের অপকর্মের সমর্থনে তামাম বুয়েটে গত কিছুদিন যাবৎ 'অধিকতর মেধাবী' ছাত্ররা কি লংকা কান্ডটাই না ঘটাইতেছে। উল্লেখ্য, বুয়েট কর্তৃপক্ষের ভাষায় পুরাতন পরীক্ষা পদ্ধতিতে স্থাপত্য বিভাগে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়।

শোনা যাইতেছে পরিস্থিতি বেগতিক দেখিয়া বুয়েট কর্তৃপক্ষ নাকি সমস্যা সমাধানে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর তরফ হইতে ইহার তাৎক্ষণিক সাড়া মিলে নাই। সাড়া না মেলাটাইতো স্বাভাবিক। মনে পড়ে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর (মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী) সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তাহার সদয় হস্ত প্রসারিত করিলে বুয়েটের স্বার্থান্বেষী শিক্ষক গোষ্ঠী উহাকে প্রধানমন্ত্রীর অবৈধ হস্তক্ষেপ আখ্যা দিয়া বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ হইতে গণপদত্যাগ করিয়া পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করিয়া তুলেন। এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই শিক্ষক গোষ্ঠীই আবার প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করিতেছেন-নির্লজ্জতা আর কাহাকে বলে!

বর্তমানে বুয়েট বন্ধ, কবে খুলিবে ঠিক নাই। একদিন না হয় খুলিবে কিন্তু আবার যে বন্ধ হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কে দিবে? কি হইবে পুরকৌশলের ছাত্র দীপুর শাস্তির? কি বিচার হইবে ছাত্রদের উচ্ছৃংখলতার? বিশ্ববিদ্যালয়ের লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি বিনষ্টের কি সুরাহা হইবে? সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবান সময় নষ্টের ক্ষতিপূরণ কে দিবে?

এইসব প্রশ্নের সদুত্তরের আশায় দেশবাসীর সাথে আমিও বুয়েট কর্তৃপক্ষের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

অতঃপর তাহারা কি করিবেন, দেখিবার বিষয় বৈকি!

(লেখক স্পেস ম্যানেজমেন্ট নির্বাহী পরিচালক)

বর্তমানে বুয়েট বন্ধ, কবে খুলিবে ঠিক নাই। একদিন না হয় খুলিবে কিন্তু আবার যে বন্ধ হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কে দিবে? কি হইবে পুরকৌশলের ছাত্র দীপুর শাস্তির? কি বিচার হইবে ছাত্রদের উচ্ছৃংখলতার? বিশ্ববিদ্যালয়ের লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি বিনষ্টের কি সুরাহা হইবে? সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবান সময় নষ্টের ক্ষতিপূরণ কে দিবে?

MAY 18 1999